পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

নং- ১৬৫৯-এম ডি তাং- ০৭/১২/২০০৯

স্মারক

বিষয়- সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত সরকারি সমাধিস্থল/ মসজিদ/ ঈদগাহ্/ মাজার রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপ্রকল্প সংক্রান্ত সংশোধিত নির্দেশিকা

রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের ধর্মীয় ভাবাবেগকে সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে দায়বদ্ধ এবং সেই কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি সমাধিস্থলগুলিকে জবরদখল ও অনধিকার প্রবেশের হাত থেকে মুক্ত রাখতে সরকার চেষ্টা করবে। এই উদ্দেশ্যে কবরস্থান ও সমাধিস্থলগুলির জন্য সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ বহু বছর ধরেই চালু রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই মর্মে দাবি করা হয়েছে যে মসজিদ, ঈদগাহ্ ও মাজারের সুরক্ষার জন্যও একই ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সাম্প্রতিক অতীতে এই বিষয়টি রাজ্য সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে নিম্নোক্তভাবে নির্দেশিকাগুলি এতদ্দ্বারা সংশোধন করা হলো।

লক্ষ্য

জনসাধারণের ধর্মীয় ভাবাবেগকে সুরক্ষিত রাখতে এবং জবরদখল ও অনধিকার প্রবেশ প্রতিরোধের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার তাঁদের ব্যবহৃত সরকারি সমাধিস্থল/ বেসরকারি সমাধিস্থল, মসজিদ, ঈদগাহ্ ও মাজারের চারদিকে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের জন্য অর্থসহায়তা প্রদান করবে। যেসকল স্থানে জবরদখল বা অপব্যবহারের আশু সম্ভাবনা রয়েছে সেই স্থানগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় ও অন্যান্য সূত্র থেকে অর্থসহায়তা লাভের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হবে।

প্রস্তাব প্রণয়নের পদ্ধতি

১) সমাধিস্থল/ মসজিদ/ ঈদগাহ্/ মাজারের পরিচালন সমিতি অথবা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থা সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজনের বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এবং একজন উপযুক্ত পেশাদার প্রযুক্তিবিদের সহায়তায় পরিকল্পনা ও হিসাব প্রস্তুত করবে।

২) পূর্ত বিভাগের বর্তমান সূচি অনুযায়ী হিসাব প্রস্তুত করতে হবে এবং জেলা পরিষদ/ কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ/ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের একজন উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার সেটি পরীক্ষান্তে অনুমোদন করবেন।

৩) হিসাবের মূল্যায়নের উপর মাত্র ২ শতাংশ অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক ব্যয় (কণ্টিঞ্জেন্সি) মঞ্জুর করা যেতে পারে যা থেকে এই কর্মপ্রকল্পের রূপায়ণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

৪) কক্ষ নির্মাণ জাতীয় কোনোরকম আনুষঙ্গিক কাজের জন্য নয়, কেবলমাত্র সীমানাপ্রাচীর/ পরিবেষ্টনী নির্মাণের জন্যই অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

৫) একটি ক্ষেত্রীয় পরিকল্পনা বা সাইট প্ল্যান প্রস্তুত করতে হবে ও তা প্রস্তাবের সঙ্গে সংযোজিত করতে হবে।

৬) সমাধিস্থল/ মসজিদ/ ঈদগাহ্/ মাজারের সীমানাপ্রাচীরের পরিসীমা, বর্তমান প্রস্তাবে উল্লিখিত দৈর্ঘ্য, ইউনিট ব্যয় পিছু নির্মাণের প্রকৃতি ও রূপায়ণের সময়কালের উল্লেখ সহ একটি প্রতিবেদন ঐ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৭) সংশ্লিষ্ট জমিটিকে অতি অবশ্যই জনসাধারণের ব্যবহার্য একটি সমাধিস্থল/ মসজিদ/ ঈদগাহ্/ মাজার হতে হবে। এই মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্লক স্তরের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক/ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক/ জেলা আধিকারিক (সংখ্যালঘু বিষয়ক)/ মহকুমা আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত একটি শংসাপত্র অবশ্যই প্রস্তাবের সঙ্গে জমা দিতে হবে।
৮) জেলাশাসক/ সংখ্যালঘু বিষয়ক জেলা আধিকারিক এই কর্মপ্রকল্পটি সুপারিশ করবেন এবং সেটি সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিবের কাছে প্রেরণ করবেন।

<u>প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ মঞ্জুরি</u>
১) সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ অধিকারের অধিকর্তা এই প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য বিভাগীয় অনুমোদন কমিটির কাছে পাঠাবেন।
২) এই কর্মপ্রকল্পগুলি অনুমোদনের পর এই বিভাগের বিভাগীয় অনুমোদন কমিটি (ডি এ সি) যথাসম্ভব শীঘ্র প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ মঞ্জুরির বিষয়টি কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষকে জানাবে।
৩) মঞ্জুরি সংক্রান্ত আদেশনামার প্রতিলিপি পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সংস্থা, জেলাশাসক, সংখ্যালঘু বিষয়ক জেলা আধিকারিক এবং সমাধিস্থল/ মসজিদ/ ঈদগাহ্/ মাজারের পরিচালন সমিতিকে প্রেরণ করা হবে।
৪) প্রথম কিস্তিতে সম্পূর্ণ ব্যয়ের ৫০ শতাংশ প্রদান করা হবে এবং পূর্বে মঞ্জুরিকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত শংসাপত্র পাওয়ার পর ও ৫০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এই মর্মে বস্তুগত ও আর্থিক অগ্রগতির একটি প্রতিবেদন পাওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থ প্রদান করা হবে।

<u>কর্মপ্রকল্পের কার্যসম্পাদন</u>
১) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ/ স্থানীয় সংস্থাকে এই কর্মপ্রকল্প সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করা হবে। প্রকল্প ব্যয়ের ভিত্তিতে তারা তাদের তত্ত্বাবধানে কোনো প্রাধিকারকে এই কর্মপ্রকল্প সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করতে পারে।
২) কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ অধিকারের অধিকর্তার কাছে কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন এবং তিনি সেগুলি একত্রিত করে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিবের কাছে পেশ করবেন।
৩) কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বিভাগের নাম, মঞ্জুরিকৃত অর্থের পরিমাণ এবং কাজ শুরু ও শেষের তারিখ সম্বলিত একটি সাইন বোর্ড সীমানাপ্রাচীরের গায়ে আটকে দিতে হবে।
৪) কাজ শেষ হওয়ার পর, জেলা কর্তৃপক্ষ সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত শংসাপত্র ও তৎসহ উপরোক্ত তথ্যাদি সম্বলিত সাইন বোর্ড সহ সীমানাপ্রাচীরের একটি ছবি সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ অধিকারের অধিকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন।

<u>নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণ</u>

১) জেলাশাসক তাঁর অধীনস্থ আধিকারিকদের মাধ্যমে এই কর্মপ্রকল্পের কার্যসম্পাদনের বিষয়ে যথাযথ তত্ত্বাবধান করবেন।
২) জেলাশাসক জেলা সংখ্যালঘু কল্যাণ কমিটিতে পর্যায়ভিত্তিকভাবে এই কর্মপ্রকল্পের কার্যসম্পাদনের অগ্রগতির বিষয়ে নজরদারি করবেন এবং এই নজরদারি সংক্রান্ত কার্যবিবরণের প্রতিলিপি সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ অধিকারের অধিকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন।
৩) সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ অধিকারের অধিকর্তা এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার রূপায়ণের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন সময়ে এই জেলাগুলি পরিদর্শন করবেন।

উপরোক্ত নির্দেশিকাগুলি অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

তাদের ১৯/০৮/২০০৯ তারিখের ইউ ও নং- গ্রুপ ই ১৮২ অনুসারে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এটি জারি করা হলো।

স্বাক্ষরিত
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব
সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ